বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা

ইউনিট ১০

ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের শীর্ষে অবস্থান করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অন্যান্য সকল ব্যাংকের কার্যাবলীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য অর্জন, সরকারের মুদ্রানীতি কার্যকর করা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন পরিচালনা করার জন্য ব্যাংকের দুটি বিভাগ আছে – ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ।

১৯৭২ সালে দেশের ব্যাংকিং খাতের ৮টি বিদেশী ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়। সাম্প্রতিককালে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেয়া সরকারের মৌল নীতি। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ১৯৮৩ সাল হতে বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানের নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারের এ নীতির প্রতি সাড়া দিয়ে বেসরকারী খাতে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া জাতীয়কৃত দুটি ব্যাংক সরকার বেসরকারীকরণ করেছে।

বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান করে।

বীমা খাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতকে জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সরকারী খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ডাকঘর জীবন বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ধারণা পাওয়ার জন্য নিচে কার্যরত ব্যাংকগুলোর তালিকা দেয়া হল :

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** বাংলাদেশ ব্যাংক

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক :**

   ক. সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক।

   খ. বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক : পূবালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ, আই. এফ. আই. সি লিঃ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ, ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ, এন. সি. সি. ব্যাংক লিঃ,

প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, বেসিক ব্যাংক লিঃ, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সোশ্যাল ইনভেষ্টম্যান্ট ব্যাংক লিঃ, আনসার ভিডিপি ব্যাংক লিঃ, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ।

গ. বিদেশী ব্যাংক : আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, স্টান্ডার্ড ব্যাংক, এ. এন. জেড. গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, পি এল সি, ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ, হাবিব ব্যাংক লিঃ, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক এন. এ, সোসাইটি জেনারেল (দি ব্যাংক), হানিল ব্যাংক, স্কশিয়া ব্যাংক।

৩. **বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, গৃহনির্মাণ ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক।

পাঠ - ১ : বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১০.১.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ তিন কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব এটি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ আছে। একজন গভর্নর, দুজন ডেপুটি গভর্নর ও আটজন পরিচালক নিয়ে এ পর্ষদ গঠিত। ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকার বলে এ পর্ষদের সভাপতি। গভর্নর তিন বছরের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। সরকার ইচ্ছা করলে মেয়াদ শেষে তাঁকে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরগণও সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত হন। ব্যাংকের কাজকর্ম পরিচালনায় একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। এ কমিটির সদস্যগণ হলেন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরগণ ও পরিচালকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া ও রংপুরে এর ১টি করে স্থানীয় শাখা আছে। ঢাকায় মতিঝিল ও সদরঘাটে ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একে কয়েকটি বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইস্যু বিভাগ, ব্যাংকিং বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, কৃষি ঋণদান বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ বিভাগ, গণসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ প্রভৃতি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম দুটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ দুটি হল ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগ। ইস্যু বিভাগের দায়িত্ব হল দেশে নোট ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা ও ব্যাংকিং বিভাগের দায়িত্ব হল দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনা করা।

১০.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হল :

১. **নোট প্রচলন :** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর প্রধান কাজ হল নোট প্রচলন করা। নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ নীতি অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংককে মোট কাগজী নোট ইস্যু করার বিপরীতে কমপক্ষে ৬০ কোটি টাকার সমমূল্যের সোনা, রূপা ও অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের ইস্যু বিভাগে জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০ ও ৫ টাকার নোট প্রচলন করে। পক্ষান্তরে ১ ও ২ টাকার নোট দুটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ইস্যু করে থাকে। এ জন্য ১ ও ২ টাকার নোটকে সরকারী নোট ও অবশিষ্ট প্রকার নোটকে ব্যাংক নোট বলে।

২. **সরকারের ব্যাংক :** বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংকে সরকারের যাবতীয় অর্থ জমা থাকে এবং এ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। এ ব্যাংক সরকারকে বিনা সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। প্রয়োজনবোধে সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

৩. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার :** বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকে ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ তফসীলভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ও অন্যান্য কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি তফসীলভুক্ত ব্যাংক তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে অথবা প্রথম শ্রেণীর বিল ভাঙ্গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৪. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণের পরিমাণ ও খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কখনও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কখনও হ্রাস করার দরকার হয়। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন, ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, রিজার্ভ হারের পরিবর্তন ইত্যাদি।

৫. **ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল :** কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের প্রয়োজন হলে অন্যান্য ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারে। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট থেকে যখন ঋণ পাওয়া যায় না তখন ঋণের একমাত্র উৎস থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক এদের বিনিময় বিল ও প্রতিপত্র পুনঃবাট্টাকরণ করে ঋণ করে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৬. **বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনীয় (Managed floating) পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়। বিনিময় হার যেন অন্যান্য দেশের বিনিময় হারের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক থাকে সেদিকে বাংলাদেশ ব্যাংককে নজর রাখতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় (Foreign exchange) ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় হারকে প্রভাবিত করতে পারে। বিনিময় হারের অতিমূল্যায়ন ঘটলে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় অবমূল্যায়ন করে নতুন বিনিময় হার নির্ধারণ করে।

৭. **নিকাশ ঘর :** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকগণ চেকের মাধ্যমে লেনদেন করার ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনাপাওনার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসেবে ঐসব পারস্পরিক দেনাপাওনা মিটিয়ে দেয়।

৮. **উন্নয়নমূলক কার্যাবলী :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের দরকার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৯. **অন্যান্য কাজ :** উপরিউক্ত কাজ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক অথনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করা, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তৈরি করা, ব্যাংক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে এই ব্যাংকের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কতগুলো বিভাগের মাধ্যমে এর কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হল (১) নোট প্রচলন, (২) সরকারের ব্যাংক, (৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, (৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (৫) ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল, (৬) বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, (৭) নিকাশ ঘর, (৮) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ও (৯) অন্যান্য কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট প্রচলন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে ব্যাংকের –
   ক. ইস্যু বিভাগ খ. ব্যাংকিং বিভাগ
   গ. হিসাব রক্ষণ বিভাগ ঘ. সংস্থাপন বিভাগ

২. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ ?
   ক. ঋণের শেষ আশ্রয় স্থল খ. নিকাশ ঘর
   গ. নোট প্রচলন ঘ. উপরের সব কটি

৩. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ নয় ?
   ক. নোট প্রচলন খ. সরকারের ব্যাংকার
   গ. ব্যক্তিকে বা কোম্পানীকে ঋণ দান ঘ. উন্নয়নমূলক কাজ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ - ২ : বাণিজ্যিক ব্যাংক : সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১০.২.১ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনসাধারণের এক অংশের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং অন্য এক অংশকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের আমানতের উপর সুদ প্রদান করে এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে ঋণের উপর অধিক হারে সুদ আদায় করে। এই উভয়ের পার্থক্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা।

১০.২.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হল :

১. **আমানত গ্রহণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এই ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে, যথা – চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণে তুলতে পারে। এ আমানতের উপর সাধারণতঃ কোন সুদ দেয়া হয় না। সঞ্চয়ী আমানতের টাকা সপ্তাহে এক বা দুইবার তোলা যায় এবং এর উপরে অল্পহারে সুদ দেয়া হয়। স্থায়ী আমানতের অর্থ আমানতের মেয়াদ শেষে তোলা যায় এবং এর উপর অধিক হারে ও বিভিন্ন মেয়াদের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দেয়া হয়।

২. **ঋণদান :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ দেয়া। আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ রেখে বাকী অংশ জনগণকে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক এইভাবে সঞ্চয়কারী এবং তহবিল ব্যবহারকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এবং আর্থিক মধ্যস্থতার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৩. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীদের চেক ইত্যাদি দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে করে থাকে। এই সমস্ত সহজ ও নিরাপদ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

৪. **অর্থ স্থানান্তর :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে মক্কেলদের অর্থ এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরে সাহায্য করে।

৫. **আমানত সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে থাকে। ব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতাকে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণের অর্থ

জমা রাখে। ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন অনুসারে সেই হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা তুলে নেয়। এভাবে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে।

৬. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য :** বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়পত্র খুলে এবং বিদেশী ক্রেতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭. **মূলধন গঠন :** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের নিকট ছড়িয়ে থাকা অলস অর্থ একত্রিত করে সঞ্চয়ে সাহায্য করে। সঞ্চয়ের উপর সুদ দিয়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করে। এভাবে ব্যাংক মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

৮. উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের জন্য নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে :
   ক. মক্কেলদের মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখে।
   খ. অছি হিসেবে মক্কেলদের সম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনা করে।
   গ. মক্কেলদের পক্ষে বাড়ীভাড়া আদায় করে, প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ, পেনশন ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০.২.৩ বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। নিচে এই কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. **বাজার অর্থনীতি :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বাজারমুখী অর্থনীতি। এখানে সরকারী খাতের ভূমিকা কম বেসরকারী খাতের ভূমিকা বেশি। এই নীতির প্রেক্ষাপটে বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

২. **প্রতিযোগিতা সৃষ্টি :** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন দক্ষ হয়। ব্যাংকের সংখ্যা কম হলে অলিগোপলি বাজারের সৃষ্টি হয়। ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

৩. **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দক্ষতা হ্রাস :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে নানা কারণে সেবার মান হ্রাস পায়। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দেয়। ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখা দেয়। ফলে অনেক ঋণ কুঋণে পরিণত হয়। ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে উগ্র শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপের জন্য ব্যাংকের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪. **আমলাতান্ত্রিক মনোভাব :** সরকারী ব্যাংকের কর্মচারীরা সরকারী চাকুরে হওয়ায় তাদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বদলে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেখা দেয়। এজন্য গ্রাহক সেবার মান কমে যায় এবং বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সার সংক্ষেপ

যে ব্যাংক অল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে গ্রাহকগণকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হল : ১. আমানত গ্রহণ, ২. ঋণ দান, ৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, ৪. অর্থ স্থানান্তর, ৫. আমানত সৃষ্টি, ৬. বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করা ও ৭. মূলধন গঠন।

সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও ব্যাংক স্থাপনের কিছু কারণ রয়েছে। যেমন, বাজারমুখী অর্থনীতির প্রসার, ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দক্ষতা হ্রাস ও ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে বুঝায় –
   ক. যে ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্য করে
   খ. যে ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে
   গ. যে ব্যাংক বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়
   গ. যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণদান করে

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হল –
   ক. দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
   গ. আমানত সৃষ্টি করা ঘ. সরকারকে পরামর্শ দেয়া

৩. বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের একটি যুক্তি হল –
   ক. এর ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে
   গ. এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে
   গ. এর ফলে ব্যাংকিং খাতে অনেক লোকের চাকুরি হবে
   ঘ. এর ফলে ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ পাওয়া সহজ হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক বলতে কি বুঝ?
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠ - ৩ : বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমুহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিশেষ গ্রাহকদের অর্থায়নের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি বিতরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেনি। এসব প্রতিষ্ঠানের তহবিলের প্রায় সবটাই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাইরের উৎস থেকে আসে। নিচে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষিখাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৭.৬১ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার ভার ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জমি বন্ধক রেখে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয়, ভূমির উন্নয়ন, শস্য উৎপাদন, কৃষি বিষয়ক কুটির শিল্প স্থাপন, কৃষিযন্ত্র ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। কৃষি ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতের উপর অন্যান্য ব্যাংক অপেক্ষা শতকরা ১ ভাগ অধিক হারে সুদ দেয়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কিছু সমস্যা রয়েছে। এর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম, ঋণদান পদ্ধতি সাধারণ কৃষকদের জন্য জটিল এবং দীর্ঘসূত্রিতামূলক।

২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

দেশের প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক কৃষি ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮৬ সালের ৯ই জুলাই রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের ১৫ই মার্চ থেকে রাজশাহী কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। রাজশাহী বিভাগের আওতায় কৃষি ব্যাংকের সকল সম্পত্তি, দায়দেনা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাংকের কার্যাবলী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুরূপ।

৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক শিল্পখাতের ঋণদানের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা। এই মূলধনের ৫১% সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। বাকি ৪৯% মূলধন বাংলাদেশী নাগরিক অথবা দেশী বা বিদেশী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসতে পারে। এই ব্যাংক পরিচালনার ভার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক নতুন শিল্প স্থাপন এবং পুরাতন শিল্প কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই ঋণ দেয়। এই ব্যাংক স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় ঋণ দেয়। এই ঋণ সর্বাধিক ২০ বছরের জন্য দেয়া হয়।

শিল্প ব্যাংক চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণও দেয়। তাছাড়া শিল্প প্রকল্পের বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে থাকে। সর্বোপরি এ ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংকের মত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলীও সম্পাদন করে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই ব্যাংকের কিছু অসুবিধা রয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা ও অসাধুতার জন্য সঠিকভাবে ঋণ বিতরণে অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে ব্যাংকের বহু পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী ঋণে পরিণত হয়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে।

৪. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা বাংলাদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৬২.৫৪ কোটি টাকা যার সবটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। এই সংস্থা পরিচালনার জন্য ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ৮ জন পরিচালক বিশিষ্ট একটি পরিচালক বোর্ড রয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা সরকারী ও বেসরকারী খাতে নতুন শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে এই সংস্থা নিজস্ব তালিকাভূক্ত শিল্প প্রকল্পসমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এ সংস্থা শিল্পোন্নয়ন, গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ দেয়।

৫. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা

বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের পরিমাণ ও ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একজন চেয়ারম্যানসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

এই সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শেয়ার বিনিয়োগকারীদের হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ, মিউচুয়াল ফান্ডের বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় ও তার বিবরণ প্রণয়ন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

৬. বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণদানের জন্য গঠিত একটি সংস্থা। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। এর সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। একজন মহাপরিচাক ও ৬ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা দু'ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে :

ক. একতলা আবাসিক বাড়ী নির্মাণের জন্য সাধারণ ঋণ এবং

খ. বহুতলা বাসভবন নির্মাণের জন্য বিশেষ ঋণ।

এই সংস্থার ঋণের পরিমাণ, সুদের হার এবং পরিশোধের মেয়াদ শহর ভেদে বা বাড়ীর আয়তন ভেদে পার্থক্য হয়।

৭. গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংক। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। তবে এর পরিমাণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই মূলধনের ২৫% সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এবং অবশিষ্ট মূলধন ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমন্ডলীর উপর।

গ্রামীণ ব্যাংক দেশের দারিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। যে সব কৃষকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম তারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। এই ব্যাংকের ঋণের জন্য কোন সম্পদ জামানত দিতে হয় না। তবে ঋণ পেতে হলে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন করতে হয়। এই যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জামানত হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকের সদস্যদের দলগতভাবে সঞ্চয় করতে হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক ছোট ব্যবসা, পরিবহণ, পশুপালন, মাছের চাষ, কৃষিকাজ ও যৌথ কর্মকান্ডের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক নিয়মিত ঋণের তদারকী করে এবং ঋণ দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের কাজের ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাগণ উপকৃত হয়েছেন। এই ব্যাংক প্রমাণ করেছে যে, দরিদ্র ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার, ঋণ ব্যবহারের এবং চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা রাখে। গ্রামীণ ব্যাংকের এই সাফল্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠ - ৪ : বাংলাদেশের বীমা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীমা কি তা বলতে পারবেন ;
- বীমার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- বীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.১ বীমা

মানুষের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক জীবনে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা যায়। একজন ব্যক্তি আগামীকাল অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বা মৃত্যুবরণ করতে পারে। একটি ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দর পড়ে যেতে পারে, কাঁচামালের সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে, রপ্তানি বিঘ্নিত হতে পারে ইত্যাদি। বীমা মানুষকে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এসব ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ বীমা কোম্পানি মানুষের বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। বীমা আসলে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং এর পরিবর্তে বীমাকারী কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে এর ফলে বীমা গ্রহীতার যে ক্ষতি হয় সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিকে বীমা বলে।

১০.৪.২ বীমার শ্রেণীবিভাগ

বীমাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন – জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা। মানুষের জীবনের উপর গৃহীত বীমাকে জীবন বীমা বলে। বীমাকারী বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বীমাকৃত টাকা প্রদান করে। যে বীমা চুক্তি অনুযায়ী বীমাকারী বীমা গ্রহীতার কোন সম্পদের ক্ষতি হলে বীমাগ্রহীতাকে বীমাকৃত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে সাধারণ বীমা বলে। যেমন, নৌবীমা, অগ্নি বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, মোটর যান বীমা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়।

১০.৪.৩ বীমার গুরুত্ব

নিচে বীমার গুরুত্ব আলোচনা করা হল :

১. মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আয় ও ব্যয় একরূপ হয় না। মানুষের অবসর জীবনে আয় কম হয়। কোন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে বা দুর্ঘটনার ফলে কর্ম ক্ষমতা হারালে ঐ পরিবারের আয় কমে যায়। ছেলেমেয়ের উচ্চ শিক্ষা বা বিয়ের সময় হঠাৎ বেশি টাকা দরকার হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বীমা মানুষের জীবনের ঝুঁকিগ্রহণ করে মানুষের জীবনকে সহজ করে।

২. কোন ফার্ম পণ্য উৎপাদন, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বন্টন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বীমাকারী ব্যবসায়ীর ঝুঁকি নিজের উপরে নিয়ে ব্যবসায়ীকে ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে। এর ফলে ব্যবসায়ী নিশ্চিতভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

৩. বীমা মানুষকে সঞ্চয়ী হতে বাধ্য করে। বীমার অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ফার্মে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য অধিকাংশই সমুদ্র পথে আনা নেয়া হয়। সমুদ্রপথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। বীমার ফলে ঝুঁকির পরিমাণ কমে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

১০.৪.৪ বাংলাদেশের বীমাখাত

বাংলাদেশে বীমাখাতে জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা উভয় প্রকার বীমাই রয়েছে। জীবন বীমা প্রদান করে ৬টি বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ বীমা প্রদান করে ২১টি বীমা প্রতিষ্ঠান। বীমাখাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সরকারী খাতের গুরুত্ব বেশি। সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমার জন্য, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন। এ দু'টো প্রতিষ্ঠান দেশের বীমাখাতের ৯০% সম্পদের মালিক। বাংলাদেশের বীমাখাত সার্বিকভাবে অনুন্নত। বীমাখাত দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক মধ্যস্থতা ও সম্পদের বন্টনে উল্লেখযোগ্য রাখতে তেমন সফল হয়নি।